গুপ্ত বাবুর সুপ্ত বাসনা; এবং র্বতমান সরকারের ভবিষ্যত!

এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে ক্যানবেরায় মিঠু'র বাসায় (ডাঃ শাহরিয়ারর) কথা হচ্ছিল, দেশের র্বতমান পরিস্থীতি নিয়ে। আলোচনার মুল বিষয় বস্তু ছিল, সাওগর-রুনি হত্যাকান্ড আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রক্রিয়া বাতিল এবং তার ফলাফল কি হতে পারে।

সেই দিনের আলোচনায়, আমার অভিমত ছিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের ফলে, 'লেভেল প্লেইং ফিল্ড' নষ্ট হয়ে যাওয়াতে, বিরোধী দলের সামনে এখন নিয়মতান্ত্রিক ভাবে ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা পথ, একরকম বন্ধই হয়ে গ্যাছে। তাই স্বভাবতই বিরোধী দল এখন আমাদের দেশে পূব্ব পরিক্ষিত এবং প্রমানিত র্ফমূলায়, ক্ষমতায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা চালাবে।

এই র্ফমূলার ধাপ গুলি হচ্ছে, যে কোন এক বা একাধিক ইস্যূতে;
১। দেশে লাগাতার হরতাল, বিশৃংখলা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করা,
২। সাধারন মানুষের বিশেষ করে, যারা প্রতিদিন কাজ না করলে সেইদিনের আয় থেকে বঞ্চিত হয়, যেমন রিকশা,ক্যাব বা বেবীট্যাক্সী চালক, দিন মজুরদের জীবনে নাভিশ্বাস তুলে ফেলা।
৩। চাকুরীজীবি নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্তের জীবনকে আরো দুব্বিসহ করে ফেলা এবং তৃতীয় শক্তির আগমনের জন্য সঠিক পরিস্থীতি তৈরী করা।

তৃতীয় শক্তির আগমনের ফলে, স্বভাবতই তারা ক্ষমতা গ্রহনের যুক্তি হিসাবে পূব্বের মতই শেষ সরকারের (এই ক্ষেত্রে র্বতমান সরকার), অনিয়ম, র্দূনীতি, অরাজকতা আর ব্যর্থতার খতিয়ান নিয়ে বসবেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সমালোচিত এবং র্দূনীতিগ্রস্থ বলে পরিচিতদের গ্রেফতার এবং বিচার শুরু করবেন (শেষ করবেন কিনা জানি না?)।

এঈ পরির্বতনের ফলে একদিকে চাঁদাবাজ আর সন্ত্রাসীরা গা ঢাকা দিবে আর সাধারন মানুষ কিছু দিনের জন্য হলেও শান্তিতে থাকতে পারবেন। সাগর-রুনি হত্যাকান্ড এবং বি ডি আর হত্যাকান্ড সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য বের হবে। এই ক্ষমতা বদলের ফলে প্রায় সবকিছুই বি এন পি'র অনুকুলে যাবে (যেমন, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সবকিছুই আওয়ামীলিগের অনুকূলে গিয়েছিল)।

এই ক্ষমতা বদলের ফলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া থেমে যাবে (শেষ বারের মত), জেলহত্যার বিচার আর কোন দিনই সম্ভব হবে না (কারন এর পরের বার আওয়ামী লিগ ক্ষমতায় আসার আগেই বেশীর ভাগ সাক্ষী এবং অপরাধীর স্বাভাবিক মৃত্যু হবার সম্ভাবনাই বেশী (আমাদের দেশের মানুষের গড় আয়ু তাই বলে, গো আযম অবশ্য এর ব্যাতিক্রম)। অন্যদিকে র্বতমান সরকারের অবস্থা হবে ত্রিশংকু। নতুন সরকারের আমলে তাদের উপর জেল জূলুম নেবে আসবে, তাদের দলের র্বতমানে সবচেয়ে বেশী সক্রিয় কিন্তু ক্ষতিকারক নেতৃত্ব (এবং র্দূনীতিবাজ মন্ত্রিরা) হয় বিদেশে পাড়ি জমাবেন বা নিস্ক্রিয় হয়ে যাবেন এবং অন্যদিকে তাদের সংগঠনিক দূব্বলতা বিকটভাবে প্রকাশ পাবে।

নতুন পরিস্থীতি'তে এক, দুই বা তিন বছর, যতদিন পরেই নিব্বাচন অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তূলনামূলকভাবে আওয়ামি লিগের চেয়ে, বি এন পি অনেক বেশী সুবিধাজনক স্থানে থাকবে। তাই বি, এন, পি কখন এই র্ফমূলা বাস্তবায়নে নামবে এবং কতখানি সফল হবে, তা র্নিভর করছে সময় ও সুযোগের উপর। আমাদের দেশে এই ধরনের র্ফমূলা সফল ভাবে বাস্তবায়নের জন্য যে পরিমান টাকা, লোকবল বা দলীয় সর্মথন দরকার তা যে বি এন পি'র আছে, তা বলাই বাহূল্য।

বি এন পি'র জন্য এই 'সময় ও সুযোগ' সম্ভবত আওয়ামী লিগের অপরিক্ষিত কিন্তু চাটুকার এবং বেশী কথা বলা নেতারা (সৈয়দ আশরাফ, বা হানিফের মত) বা দূর্নিতীগ্রস্থ মন্ত্রীরাই (আবুল, শাজাহান খানের মত) তৈরী করে দিবেন।

গত কয়েক সপ্তাহে দেশের রাজনীতিতে তিনটি ঘটনা এবং (বা র্দূঘটনা) ঘটেছে এবং বি এন পি'র সামনে সূর্বন সুযোগ (অনেকটা ওয়ান ডে'র শেষ ওভারে ফ্রি হিট'এর মত) তৈরী করে দিয়েছে। ঘটনা তিনটি হচ্ছে; রেলমন্ত্রী সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের এ পি এস কে ৭০ লাখ ঘুষের টাকা সহ সুরঙ্গিত সেনগুপ্তের বাড়িতে যাওয়ার সময় ধরা পড়া; বি এন পি নেতা ইলিয়াস আলী'র গা ঢাকা দেওয়া, নিরূদ্দেশ হওয়া, নিখোঁজ (?) বা গুম হওয়া; মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এর পুত্র সৎ ও নীতিবান রাজনীতিবিদ বলে পরিচিত, সোহেল তাজ এর সংসদ সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া।

এই তিনটি ঘটনাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে। আগামী অনেক দশক ধরে বিভিন্ন সময়ে এই তিনটি ঘটনার অনেক উদাহরন ও অনেক রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হবে। তাই এই তিনটি ঘটনা র্বতমান পরিস্থীতিতে রাজনীতি'তে কতটুকু প্রভাব ফেলতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

গুপ্ত বাবুর সুপ্ত বাসনাঃ দেশের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতাদের মধ্য শ্রী সুরঞ্জিত সাহেব অন্যতম। অভিজ্ঞ সাংসদ ও বাকপটু রাজনীতিবিদ বলে তার খ্যাতি আছে। অতি সম্প্রতি তার সম্পর্কে সহকারীর মাধ্যমে, ৭০ লাখ টাকার ঘুষ নেওয়ার (এক দিনে বা রাতে) যে তথ্য বেরিয়ে এসেছে তা আমাদের জাতির জন্য খুবই লজ্জাজনক। এই ঘটনার আগে আমরা দেখেছি তিনি মিডিয়ার কাছে নাক বাড়িয়ে কথা বলতেন। সাধারন মানুষের ধারনা ছিল, এই ঘটনায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করবেন এবং দেশ ও জাতির জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। জাতির কাছে আজ স্পষ্ট যে তিনি নিজের ইচ্ছায় পদত্যাগ করেননি। বরং তাকে চাপ দিয়ে পদত্যাগ করানো হয়েছে। পরর্বতীতে আবার তাকে মন্ত্রীয় বানানো হয়েছে। এর রহস্যও জাতির কাছে অজানা! সত্যিই বিচিত্র এই দেশ!

স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করে প্রথমদিকে একেকদিন একেকরকম বক্তব্য দিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেয়েছিলেন। তিনি ও তার এ পি এস, উদ্ভট এবং হাস্যকর যুক্তি ও অযুহাত দিয়ে দেশের মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রতি চরম অসম্মান করেছেন। যে রকম করেছিল্ বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এক পুলিশ সার্জেন্ট। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় উত্তরায় এক পুলিশ সার্জেন্ট বাস চালকের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে টাস্কফোর্সের সদস্যদের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ে। পরে সাংবাদিকদের কাছে সেই পুলিশ সার্জেন্ট'এর বক্তব্য ছিল, "বাস চালক আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল, তাই এখন ঈদের আগে কথা মত সেই টাকা ফেরত দিচ্ছিল"!!!

সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের ও তার এ পি এস এর বক্তব্য, সেই পুলিশ সার্জেন্ট'এর বক্তব্যর মত একই রকম হাস্যকর এবং অবিশ্বাসযোগ্য। এরই মধ্যে খবর বের হয়েছে , বাপ কা বেটা, সৌমেন সেন গুপ্ত পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে টেলিকম গেটওয়ের লাইসেন্স নিয়েছেন। কে জানে, হয়তো গুপ্ত বংশের কোন গুপ্তধন ছিল, নাকি শেষ বেলার মন্ত্রী শ্রী সুরঞ্জিত সাহেব, জীবনের শেষ সুযোগ কাজে লাগাচ্ছিলেন ওভারটাইম করে দিনে রাতে টাকা কামাতে।

শ্রী সুরঞ্জিত সাহেব যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে খুবই সোচ্চার ছিলেন। যখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষের কেউ এইভাবে ঘুষের টাকা সহ ধরা পরে, তখন সেই দাবী অনেক অসাড় মনে হয়। মুখে মুক্তিযুদ্ধের কথা কথা বললেও, শ্রী সুরঞ্জিত সাহেব কাজে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার চরম অবমাননা করেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির কলংক।
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনি ২৫ এপ্রিল ২০১২ victory1971@gmail.com